বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

অর্থ বছর ঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ সমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭
৬	সোনালী ব্যাংক লিঃ এর উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ (অনুচ্ছেদ ১-১১)	৯-২১
৭	জনতা ব্যাংক লিঃ এর উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ (অনুচ্ছেদ ১২-১৫)	২২-২৬
৮	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ (অনুচ্ছেদ ১৬-২৫)	২৭-৩৭
৯	রূপালী ব্যাংক লিঃ এর উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ (অনুচ্ছেদ ২৬-২৯)	৩৮-৪১
১০	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ (অনুচ্ছেদ ৩০)	৪২
১১	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২২-০৮-১৪১৭ বঃ / ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব্
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন হিসাব বছর এবং অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ০১-১২-২০১০ খ্রিঃ

তারিখঃ..............................খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	ব্যাংকের প্রচলিত বিধি বিধান উপেক্ষা করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা এবং রপ্তানি এলসির মেয়াদোত্তীর্ণের পর রপ্তানি বিল ক্রয় ও দায় আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮৮,৩৮,৪৩,০০০
০২	ক্যাশ ক্রেডিট ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত এবং ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত দায় বাবদ ক্ষতি।	১,৯৫,৫১,১৬০
০৩	মেসার্স জি এম কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপী দায়দেনা থাকা সত্ত্বেও এবং প্রকল্পের ইক্যুইটির টাকা ব্যতীত আমদানি এলসি খোলায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৬,১৬,৪২,৯৫৯
০৪	অনিয়মিতভাবে আমদানি এলসি খোলা এবং রপ্তানি এলসির মেয়াদোত্তীর্ণের পর বিল ক্রয় ও পুনঃ তফসিলিকরণের পরও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৩,৮২,৬১,৬০০
০৫	ঋণের আসল টাকা সুদবিহীন ব্লক ঋণ হিসাবে স্থানান্তর এবং ব্লক ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭,১৩,২৫,০৯৩
০৬	রপ্তানি নামে ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর মাধ্যমে ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা অন্যত্র স্থানান্তরের বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পিসি সহ ব্যাংকের ক্ষতি ।	৩,৮০,৪৮,৯১৩
০৭	শিল্প ব্যাংকের নিকট বন্ধকী সম্পত্তি ২য় চার্জের বিপরীতে ঋণ বিতরণ, ঋণের কোন টাকা আদায় না হওয়া এবং অপ্রতুল জামানতের কারণে মেসার্স পটুয়াখালী জুট মিলস লিঃ এর নিকট ব্যাংকের পাওনা বাবদ ক্ষতি ।	১৪,৮৮,১৯,৪২৬
০৮	সিসি(চলমান) নবায়নের মেয়াদোত্তীর্ণ এবং লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতাগণের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করার ফলে অনাদায়ী টাকা আদায় না হওয়ায় ক্ষতি ।	১,১২,৭৩,৫৮১
০৯	নির্ধারিত বাণিজ্যিক হারে সুদ আরোপ না করে কম হারে সুদ আরোপ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,১০,২৪,৮৩২
১০	বিদ্যমান ওভারডিউ দায় এবং বার বার রপ্তানিতে ব্যর্থ হবার প্রেক্ষিতে ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ার পরও অনিয়মিতভাবে বিটিবি ঋণপত্র খোলা, অপ্রতুল জামানত এবং বর্তমানে রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৩,৩৩,২৫,১৩০
১১	রপ্তানি কারকের যথার্থতা যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার ফলে রপ্তানিতে ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোর্সড লোনের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন।	৮১,২৭,৩৪৪
১২	পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত মঞ্জুরকৃত সিসি (হাইপো) ঋণ নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	৯৩,২২,১৮৫
১৩	খেলাপী ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতের রায় এবংবন্ধকী সম্পত্তি ভোগ দখলের মালিকানা দলিল পাওয়ার পরও সুদ মওকুফের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় সিসি(হাঃ) খাতে টাকা অনাদায়ী।	৪৮,০৩,৩৬৭
১৪	৭টি সিসি হিসাবের বিপরীতে প্রকৃত লোন লেজার কার্ডের অতিরিক্ত ভুয়া একাধিক শ্যাডো কার্ড সৃষ্টিপূর্বক লেনদেন করায় সুদ বাবদ টাকা আদায়যোগ্য।	৪২,০৫,৯৭৯
১৫	ভাড়া করা ভবনে তৃতীয় পক্ষীয় সম্পত্তি বন্ধকীর বিপরীতে প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং প্রকল্পটি অস্তিত্ববিহীন হওয়ার ফলে প্রকল্প ঋণের পাওনা বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	৩০,২১,৮৮৪
১৬	রপ্তানি বন্ধ, ঋণের তুলনায় জামানত নামমাত্র, ফলে পিসি ও ডিমান্ড লোন বাবদ ব্যাংকের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন।	৮,৫৮,৩৮,৯৮২
১৭	তৃতীয় পক্ষীয় সম্পত্তি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ এবং আদায় অনিশ্চিত।	১,৭৩,৮৯,৬৩৩
১৮	অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ফান্ডেড ফ্যাসিলিটিজ প্রদান, ডেলিগেশন অব ডিসক্রেশনারী পাওয়ার অনুসরণ না করে সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে দেড়গুণের স্থলে কম সহায়ক জামানত গ্রহণ করায় ওরিয়ন গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট ঝুঁকিপূর্ণ পাওনা।	৭০,১৩,০০,০০০
১৯	Single borrower exposure limit অতিক্রম করে অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর, মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের কিস্তির টাকা এবং জামানত সম্পত্তি বন্ধকী গ্রহণে শাখা	৪৩,০৫,৭২,৩৬০

	কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় শাখার ঝুঁকিপূর্ণ পাওনা।	
২০	মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ভংগ করে ঋণ বিতরণ, আগাম গ্রহণকৃত চেক ডিজঅনার হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং ঋণ জামানতবিহীন থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	৬,৯৬,১৭,০৭০
২১	প্রকল্প বন্ধ, ঋণ আদায় না করা এবং সিসি প্লেজ ঋণকে সিসি হাইপোর সাথে একীভূত করার সুযোগে প্রকল্পের মালামাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	১৪,২০,৪৫,৩৫৪
২২	সহায়ক জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে বর্ধিত প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ, রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রম ও লেনদেন না থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	১৭,৫৩,৭৪,৭২৬
২৩	ঋণ নীতিমালা অনুসরণ না করে নদীর তীর এলাকায় প্রকল্প স্থাপনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ, জামানত নামমাত্র এবং পরিশোধ তফসিল মোতাবেক ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	২৬,২৭,৩৮,৪৮১
২৪	উদ্যোক্তাদের প্রকল্প স্থাপনের অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্পের ভায়াবিলিটি যাচাই না করে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ, উৎপাদন ও রপ্তানি না থাকায় এবং জামানত অপ্রতুল হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	২,৯৮,৮২,১৫৮
২৫	কম মার্জিনে সহায়ক জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ট্রাষ্ট রিসিপ্টের (টিআর) বিপরীতে ঋণ প্রদান, নিয়ম বহির্ভূতভাবে টিআর লোনকে টার্ম লোনে রূপান্তর করায় ব্যাংকের ক্ষতি	২,৪৫,৪৭,৮৫১
২৬	অর্থ ঋণ আদালতের টাকা আদায়ের রায় উপেক্ষা করে ঋণ মওকুফের সুপারিশ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২,৯৩,৮৮,২৫৩
২৭	মেসার্স মিকাডো প্রডাক্ট (প্রাঃ) লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে লিম হিসাবের দায় বার বার পুনঃ তফসিলের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে আনুকুল্য প্রদর্শন করে টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	৭৪,৬৪,৪৯৭
২৮	অন্য প্রতিষ্ঠানের অলাভজনক প্রকল্প ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ এবং অনাদায়ে পুনঃ তফসিল সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও টাকা আদায়ে ব্যর্থ, সকল ঝুঁকি কভার করে বীমা না করা এবং প্রতিষ্ঠান চালু থাকা সত্ত্বেও ঋণ হিসাবের টাকা আদায় না করায় ক্ষতি	৯,৩৯,৪১,৮২৮
২৯	মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পার্টির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন এবং বারবার পুনঃ তফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ।	২০,৩৯,৪০,৭৭৯
৩০	প্রাপ্য আনুতোষিক হতে গৃহ নির্মান অগ্রিমের পাওনা আদায় না করে তা অবসর গ্রহণকারীগণের নামে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ দেখিয়ে এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের আয় হতে গৃহ নির্মান অগ্রিমের পাওনা সমন্বয় গুরুতর অনিয়ম এবং ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।	২,১০,১৬,৮৮৭
	মোট	৩৯৪,৬০,৮৯,২৮৪

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ১৯৮৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা	১০-০১-০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয় রাজবাড়ী ও নিয়ন্ত্রণাধীন রাজবাড়ী শাখা	০২-১১-০৮ খ্রিঃ হতে ১৭-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	০৪-০৯-০৮ খ্রিঃ হতে ২৯-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ এর অধীনস্থ শাখাসমূহ	১৬-১০-০৮ খ্রিঃ হতে ৩০-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	১৫-১০-০৮ খ্রিঃ হতে ১১-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বি. বি রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ	০২-১১-০৮ খ্রিঃ হতে ২৭-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৭	জনতা ব্যাংক লিঃ জোন-এ, কুমিল্লা এর নিয়ন্ত্রণাধীন চকবাজার শাখা	২৩-১১-০৮ খ্রিঃ হতে ২৪-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮	জনতা ব্যাংক লিঃ এরিয়া অফিস, দিনাজপুর এবং এর আওতাধীন চিরির বন্দর শাখা	১৯-১২-০৮ খ্রিঃ হতে ২৪-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৯	জনতা ব্যাংক, রাজারবাগ কর্পোরেট শাখা ঢাকা	১১-০৬-০৯ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১০	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১৫-০১-০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , প্রধান শাখা, ঢাকা	১৬-০৪-০৯ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১২	রূপালী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, ফেনী এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহ	১৭-১০-০৮ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৩	রূপালী ব্যাংক লিঃ , বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা	০২-০৯-০৮ খ্রিঃ হতে ৩০-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী	১২-০৩-০৯ খ্রিঃ হতে ০৮-০৪-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ ব্যাংকের প্রচলিত বিধি বিধান উপেক্ষা করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা এবং রপ্তানি এলসির মেয়াদোত্তীর্ণের পর রপ্তানি বিল ক্রয় ও দায় আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৮,৩৮,৪৩,০০০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের, ২০০৮ সালের হিসাব ১০-০১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বিভাগের রপ্তানি এলসি খোলা ও রপ্তানি বিল ক্রয়ের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ফেয়ার এক্সপোর্ট উইভিং মিলস লিঃ কে জিএম অফিস ঢাকা কার্যালয়ের ১১-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-জিএমও/ঢাকা-নর্থ/আইডি/২০৯০ এর মাধ্যমে ১৫-০৫-০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার জন্য ৭,০০,০০,০০০ টাকা এবং প্যাকিং ক্রেডিট ঋণ ৭০,০০,০০০ টাকা বিতরণের জন্য মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। কিন্তু গ্রাহক তৈরী গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি না করায় ব্যাংকের ৯০,০২,৯০,০০০ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রাহকের রপ্তানির সামর্থতা যাচাই না করে ও ক্রেতার সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ও পিসি ঋণ বিতরণের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- শাখা ব্যবস্থাপককে গার্মেন্টসের মাল রপ্তানির লক্ষ্যে সুতা আমদানির জন্য ৭,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু শাখা হতে ঋণ সীমার বিপরীতে ২৪,২৭,০০,০০০ টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা এবং ৭০,০০,০০০ টাকার পিসি ঋণ সীমার বিপরীতে ২,৮৮,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শাখা ব্যবস্থাপক আর্থিক ক্ষমতা উপেক্ষা করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা ও পিসি ঋণ বিতরণের বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে আইডি বিভাগ হতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল যাচাইয়ে দেখা যায় যে রপ্তানি এলসির মেয়াদ উত্তীর্ণের অনেক দিন পর এফবিপিএন (Foreign Bills Purchased and Negotiated) বিল ক্রয় করে রপ্তানিকারককে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাক টু ব্যাক এলসির আমদানিকৃত পণের মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত তারিখে রপ্তানিকারক কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসির দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও শাখা হতে বিপুল পরিমাণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলে বিপুল পরিমাণ দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- শাখা হতে ও আইডি বিভাগ হতে নিবিড় তদারকির অভাবেই বর্ণিত ফোর্সড লোনের সৃষ্টি হয়েছে।
- ফরেন গাইড লাইন্স ফর ট্রানজেকশন ভলিউম-১ এর চ্যাপ্টার-২২ ধারা-১৩ অনুসারে রপ্তানি বিলের মূল্য বিল ক্রয়ের ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যাবাসন বাধ্যতামূলক। আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু সকল বিধি ভংগ করে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে সেহেতু রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়ার সুযোগ নেই।
- ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ার দীর্ঘদিন পরও অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গ ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ৮৮,৩৮,৪৩,০০০ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" পৃষ্ঠা-১ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অনিয়মিতভাবে ঋণ সৃষ্টির সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহককে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়। গ্রাহক অর্থ পরিশোধের পদক্ষেপ না নিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। প্রধান কার্যালয়ের আইডি বিভাগ কর্তৃক বর্ণিত অনিয়ম প্রতিরোধের বিষয়ে যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে অনিয়ম রোধ করা যেত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৭-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক টাকা আদায় করার জন্য ২৭-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রগতিমূলক জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ ক্যাশ ক্রেডিট ঋণের মেয়াদোর্ত্তীণ, সীমাতিরিক্ত এবং ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত দায় বাবদ ক্ষতি ১,৯৫,৫১,১৬০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয় রাজবাড়ী ও নিয়ন্ত্রণাধীন রাজবাড়ী শাখা রাজবাড়ীর ২০০১-২০০৭ সালের হিসাব ২/১১/২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৭/১১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল ঋণের নথি, লেজার কার্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ক্যাশ ক্রেডিট (হাঃ) ঋণের মেয়াদোর্ত্তীণ, সীমাতিরিক্ত ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত দায় আদায় না করায় ১,৯৫,৫১,১৬০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" পৃষ্ঠা ২-৫ তে দেখানো হলো)।
- মঞ্জুরীর শর্ত-৫ মোতাবেক সময় সীমা ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ১ বৎসর পর্যন্ত ।
  উল্লিখিত সকল ঋণ হিসাবের মেয়াদ দীর্ঘ দিন পূর্বে উর্ত্তীণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় হয়নি।
- প্রকৃত পক্ষে যথেষ্ট যাচাই বাছাই করে ঋণ হিসাব সমূহ মঞ্জুরী প্রদান না করে ঢালাও ভাবে মঞ্জুরী প্রদান করায় টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- ঋণের অর্থ প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের সামর্থ এবং ব্যবসার ভবিষ্যত সম্ভাব্যতা যাচাই বাছাই না করেই ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ করায় আদায় করা সম্ভব হচ্ছেনা।
- মঞ্জুরীর শর্ত-৭ এ উল্লিখিত পরিশোধ পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য বা মজুদ মালের বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রাত্যহিক বা ত্রৈমাসিক এবং বাকী অর্থ এক সাথে পরিশোধ করতে হবে কিন্তু তা এক্ষেত্রে পরিপালন করা হয়নি।
- প্রতি ৯০ দিন অন্তর ঋণের সম্পূর্ণ টাকা ঋণ হিসাবে সমন্বয় করার নির্দেশ পালন না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- শর্ত-৯ (বীমা) অনুযায়ী বীমার মেয়াদ দীর্ঘদিন পূর্বে উর্ত্তীণ হয়ে যাওয়ায় তা পুনঃ নবায়ন না করায় ঋণ হিসাব সমূহ বীমা ঝুঁকিতে রয়েছে।
- অধিকাংশ ঋণ হিসাবের বিপরীতে ঋণ বিতরনের পরে আর কোন লেনদেন না করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- অধিকাংশ ঋণ হিসাব ক্ষতি হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত করা হয়েছে।
- মূলত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ এবং নিবিড় তদারকির অভাবে ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব হচ্ছেনা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যথাযথ যাচাই করে ঋণ দেয়া হয়েছে। টাস্কফোর্স সদস্যদের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের চেষ্টা চলছে। আদায় হলে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতিমূলক জবাব না পাওয়ায় ২৭/১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৪/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ মেসার্স জি এম কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপী দায়দেনা থাকা সত্ত্বেও এবং প্রকল্পের ইক্যুইটির টাকা ব্যতীত আমদানি এলসি খোলায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬,১৬,৪২,৯৫৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০০৮ সালের হিসাব ১০/১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের প্রকল্প ঋণের নথি ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বঙ্গবন্ধু এভিনিউ শাখার গ্রাহক মেসার্স জিএম কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ কে বোর্ড ডিভিশনের ২৬/৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বোর্ড-১৮/৫৪৯ এর মাধ্যমে ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের জন্য ১৪,৫৪,৮১,০০০ টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্পটির আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির ব্যয় ধরা ছিল ২৮,৪৬,৯৬,০০০ টাকা। উক্ত ব্যয়ের মধ্যে ব্যাংক ঋণের অংশ ছিল ১৩,৯২,১৫,০০০ টাকা। মঞ্জুরীকৃত টাকার বিপরীতে বিতরণ করা হয়েছে ২০,৬৫,৭৭,০০০ টাকা।
- প্রধান কার্যালয়ের এলসি খোলার অনুমোদন পত্রে এলসি খোলার পূর্বে গ্রাহকের ইক্যুইটি বাবদ ৪,৬৪,২০,০০০ টাকা নগদে জমা প্রদান সাপেক্ষে আমদানি এলসি খোলার নির্দেশ থাকলেও গ্রাহকের নিকট হতে ইক্যুইটির টাকা আদায় ব্যতীত এলসি খোলায় মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
- মালামাল বন্দরে আসার পর গ্রাহক মালামাল ছাড়করণ না করায় পোর্ট ডেমারেজ বাবদ ১,২৯,৯১,০০০ টাকা, পিএডি এবং ইক্যুইটির টাকা যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় এলটি ঋণ বাবদ ২,৩২,১৫,০০০ টাকা এবং সুদ বাবদ ৫৩,৬৬,০০০ টাকা পিএডি ঋণ সৃষ্টি হয় যা অদ্যাবধি গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা হয়নি।
- গ্রাহক কর্তৃক বন্দর হতে সময়মত আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণ না করা, ইক্যুইটির টাকা এবং সুদ আদায় না হওয়ায় প্রকল্পের মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেয়ে (২০,৬৫,৭৭,০০০/ - ১৪,৫৪,৮১,০০০/-) = ৬,১০,৯৬,০০০ টাকা অতিরিক্ত বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭(ক)(ক) অনুসারে কোন খেলাপী বা উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপী দায় থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জিএম প্রোপার্টিজ এর বাণিজ্যিক গৃহ নির্মাণ ঋণ ১৪/৭/০৫ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলে ঋণ খেলাপী হিসেবে পরিগণিত হলেও উপরোক্ত বিধান উপেক্ষা করে শাখা হতে মেসার্স জিএম কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ কে আমদানি এলসি স্থাপন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের ১২/২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রকা/আইডি/এফপি/কনসোর্ট/জিএম কম্পোজিট/৬০৬ অনুসারে লিমিট অতিরিক্ত ঋণ নগদে আদায় না করে প্রকল্প ঋণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অথচ খেলাপী দায়দেনা আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের ২৬,১৬,৪২,৯৫৯/- টাকা আদায় অনিশ্চিত। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" পৃষ্ঠা-৬ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিচালনা পর্ষদের ২৫/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের ১১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিরিক্ত টাকা প্রকল্প ঋণে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প ঋণ ২০,০৭,৫১,০০০ টাকায় বর্ধিত করা হয়েছে এবং খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অনিয়মিতভাবে এলসি খোলে ঋণের দায় সৃষ্টি করা বিধিসম্মত নয়। অপরদিকে খেলাপী দায় নগদে আদায় ব্যতীত ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৫/০৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৭/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ২৭/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে আমদানি এলসি খোলা এবং রপ্তানি এলসির মেয়াদোত্তীর্ণের পর বিল ক্রয় ও পুনঃ তফসিলিকরণের পরও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৮২,৬১,৬০০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১০/০১/২০০৯ হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী এবং ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বোর্ড ডিভিশনের ৮/৭/০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বোর্ড-১৮/৮৮৬ এর মাধ্যমে রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স মেলবা টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামাল রপ্তানি না করায় সৃষ্ট ফোর্সড লোনের ১০,২৭,২৪,০০০ টাকা ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আট বৎসর মেয়াদে এবং লিম ঋণের অনাদায়ী টাকা ত্রৈমাসিক কিস্তি ২ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ৬টি কিস্তির মধ্যে ৫টি কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি খেলাপী ঋণে পরিণত হয়।

- পুনঃ তফসিলিকরণের শর্তানুসারে পরপর ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- পোষাক শিল্প স্থাপনের জন্য শাখা হতে ০৫-০৩-০৬ খ্রিঃ তারিখে ০৩৩৩০৬০১০১০৯ নং এলসির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ৩,২৭,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের এলসি খোলা হয়। মালামাল ছাড়করণের পূর্বে গ্রাহকের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় ব্যতীত মালামাল ছাড় করে লিম ঋণ সৃষ্টি করা হয়। পুনঃ তফসিলিকরণের পরও গ্রাহকের নিকট হতে লিমের দায় শাখা আদায় করতে ব্যর্থ হয়।
- ফোর্সড ঋণের ষ্টকলটকৃত মালামাল ৬ মাসের মধ্যে রপ্তানি করে সমুদয় টাকা ঋণ হিসাবে জমাকরণের শর্ত থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক ফোর্সড ঋণের মালামালের টাকা অদ্যাবধি ঋণ হিসাবে জমা করা হয়নি এবং প্রধান কার্যালয় হতে উক্ত টাকা আদায়ের জন্য কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- রপ্তানি এলসি মেয়াদোত্তীর্ণের পর শাখা হতে রপ্তানি বিল ক্রয় করে গ্রাহককে ২৫,৭২,৩০,০৪৮ টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- গাইড লাইন্স ফর ফরেন একচেঞ্জ ট্রানজেকশন ভলিউম-১ এর চ্যাপ্টার-২২ ধারা ১৩ অনুসারে রপ্তানি বিল ক্রয়ের পর রপ্তানি মূল্য চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন বাধ্যতামূলক । অন্যথায় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সমান ভাবে দায়ী।
- ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ১৩,৮২,৬১,৬০০ টাকা আদায় অনিশ্চিত। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঘ " পৃষ্ঠা-৭ তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অনাদায়ী টাকা পরিশোধের জন্য গ্রাহককে তাগিদ দেয়া হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা পুনঃ তফসিলকরণের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করবেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে গ্রাহককে সুবিধা প্রদান করায় জবাব বিবেচিত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ৭/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ২৭/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ ঋণের আসল টাকা সুদবিহীন ব্লক ঋণ হিসাবে স্থানান্তর এবং ব্লক ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭,১৩,২৫,০৯৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১০/১/২০০৯ হতে ৩১/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সোনালী ব্যাংক দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা, খুলনা এর গ্রাহক মেসার্স পলাশ জুট ফাইবার্সকে ২০০১-২০০২ মৌসুমে কাঁচা পাট ক্রয়ের জন্য ৭,৮০,০০,০০০ টাকা লিমিট (প্লেজ ৫,০০,০০,০০০, হাইপো ৫০০,০০০ টাকা, পিসিসি ২,৫০,০০,০০০ টাকা এবং আইএলসি ২৫,০০,০০০ টাকা) মিশ্র ঋণ সীমা মঞ্জুর/নবায়ন করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতার হিসাব ও গুদাম অনিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্লেজ হিসাবে ৩,৩৭,৪০,০০০ টাকা ঘাটতি সৃষ্টি হয়।
- প্লেজ হিসাবে সৃষ্ট ঘাটতি সুদ আরোপের ফলে জুন/০৪ পর্যন্ত বকেয়া ৬,৩৪,৬৮,০০০ টাকার মধ্যে সরকারি সুপারিশ মালার আলোকে পরিচালনা পর্ষদ বিগত ৫ বৎসরের আরোপিত সুদ ৩,১৪,০০,০০০ টাকা সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করে এবং অবশিষ্ট আসল ৩,২০,৬৮,০০০ টাকা ৫(পাঁচ) বৎসর মেয়াদে সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২,০৯,৫১,০৯৩ টাকা এবং আসল ও সুদ মোট ৬,৩৪,৬৮,০০০ টাকা সুদবিহীন ব্লকড সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও ব্যাংকের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭,১৩,২৫,০৯৩ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" পৃষ্ঠা ৮-৯ তে দেখানো হলো)।
- ঋণ গ্রহীতা ঋণ হিসাব ও প্লেজ গুদাম অনিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘাটতি হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ২০০৪-০৫ মৌসুমের কাঁচা পাট সংগ্রহের জন্য নতুন করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণ গ্রহীতা আশানুরূপ ব্যবসা করতে না পারায় এবং মঞ্জুরী পত্রে বিশেষ শর্তারোপের ফলে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে না পারায় খেলাপী ঋণের কিস্তি আদায় করা সম্ভব হয়নি। ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে ১৫% ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ পূর্বক পুনঃ তফসিলিকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গুদামে পাট ঘাটতির জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঘাটতি পাটের মূল্য আসল টাকা সুদ বিহীন ব্লকড সুবিধা দিয়ে ব্যাংকের বিপুল পরিমান অর্থ ক্ষতি করা হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ৭/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ২৭/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রগতিমমূলক জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ রপ্তানি নাম করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার মাধ্যমে ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা অন্যত্র স্থানান্তরের বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পিসি সহ ব্যাংকের ক্ষতি ৩,৮০,৪৮,৯১৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৮ সনের হিসাব ১০/১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, বিবি এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স নাসরিন টেক্স কম্পোজিট ইন্ড্রাষ্টিজ লিঃ কে শাখা প্রধানের ব্যবসায়িক ক্ষমতার আওতায় পত্র নং বিবিএ/একই/আমদানি/নাসরিন টেক্স লিঃ/১২০৮ তাং-১৯/৯/২০০৫ এর মাধ্যমে ২,০০,০০,০০০ টাকা ব্যাক টু ব্যাক এলসি লিমিট এবং ২০,০০,০০০ টাকা প্যাকিং ক্রেডিট (পিসি) ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
- ২০০৬ সালে ৮টি রপ্তানি এলসি'র বিপরীতে ৩,৪৭,৭৮,৮৮৭ টাকার ২৩টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলে গ্রাহক ইচ্ছাকৃতভাবে মালামাল রপ্তানি না করে ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করে জমি ক্রয় করায় প্যাকিং ক্রেডিট সহ ব্যাংকের ক্ষতি ৩,৮০,৪৮,৯১৩ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ " পৃষ্ঠা ১০-১১ তে দেখানো হলো)।
- শাখা হতে পত্র নং-বিবিএ/বেবা/আমদানী/নাসরিন/১১৮ তাং-২৪/১০/২০০৮ এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বিভাগের রপ্তানি শাখাকে অবহিত করা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- রপ্তানি এলসি নং ডিপিপি এম এ এইন ১৯৪৫ তাং-১৬/৯/০৫ ও ডিওসি-১৩২৬১৪ তাং-৩/১/০৬ এর বিপরীতে স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক এলসির মালামাল রপ্তানি না করায় ১৫/২/০৬ খ্রিঃ তারিখে শাখা কর্তৃক ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়। শাখা কর্তৃক ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের অনুকূলে একাধিক ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে দায় সৃষ্টি করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- শাখা উপ মহাব্যবস্থাপকের ব্যবসায়িক প্রায়োগিক ক্ষমতার আওতায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছিল। গ্রাহক রপ্তানি না করায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য শাখাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্রাহকের রপ্তানির সামর্থ যাচাই না করে ও সার্বক্ষনিক তদারকী না করে একের পর এক ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুবিধা প্রদান করায় উক্ত অনিয়মের সৃষ্টি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ৭/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ২৭/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনাম ঃ শিল্প ব্যাংকের নিকট বন্ধকী সম্পত্তির ২য় চার্জের বিপরীতে ঋণ বিতরণ, ঋণের কোন টাকা আদায় না হওয়া এবং অপ্রতুল জামানতের কারণে মেসার্স পটুয়াখালী জুট মিলস লিঃ এর নিকট ব্যাংকের পাওনা বাবদ ক্ষতি ১৪,৮৮,১৯,৪২৬/- টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৭ সালের হিসাব ৪-৯-০৮ খ্রিঃ হতে ২৯-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স পটুয়াখালী জুট মিলস লিঃ এর অনুকূলে সর্বশেষ নবায়ন মঞ্জুরী নং এসবিএল/বৈবাকশা/সাঋবি/পটুয়াখালী জুট/৩৭১ তারিখ ২৭-০১-০৮ অনুযায়ী ১৫,০০,০০,০০০ টাকা ঋণ (প্লেজ ঃ ১২,০০,০০,০০০ টাকা , হাইপো ঃ ২,০০,০০,০০০ টাকা এবং আইএলসি ঃ ১,০০,০০,০০০ টাকা) মঞ্জুর করা হয়। শর্ত ছিল জানুয়ারী/০৮ হতে মেয়াদ সীমা ৩১-০৮-০৮ তারিখের মধ্যে মিলের প্রতিটি রপ্তানি ও স্থানীয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে কম পক্ষে ১০% হারে আদায় করে সুদ সমেত সমুদয় বকেয়া সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু শর্তানুযায়ী ঋণের কোন টাকাই শাখা কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারেনি। ১৮-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে ১৪,৮৮,১৪,৪২৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" পৃষ্ঠা-১২ তে দেখানো হলো)।
- শিল্প ব্যাংকের নিকট বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ২য় চার্জের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে, যা ঋণের টাকা আদায়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
- শিল্প ব্যাংকের নিকট মিলের ৭৩,৯৩,৫৫৬ টাকা শ্রেণীকৃত ঋণ থাকার বিষয়টি জানার পরও অনিয়মিতভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় বর্ধিত ঋণ সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- নবায়ন মঞ্জুরীর পর থেকে গ্রাহক ঋণের কোন টাকা না দেয়া সত্ত্বেও শাখা হতে ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্লেজ গোডাউনে মালামাল শাখা কর্তৃক মাসিক পরিদর্শন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- শিল্প প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু অনিয়ম বাস্তবতার আলোকে মেনে নিয়ে ঋণ হিসাবটি পরিচালনার সুযোগ দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বর্ণিত প্রক্রিয়ায় গ্রাহককে সুযোগ দেয়ার কোন নীতিমালা পাওয়া যায়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৬-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ সিসি(চলমান) নবায়নের মেয়াদোত্তীর্ণ এবং লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতাগণের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করার ফলে অনাদায়ী টাকা আদায় না হওয়ায় ক্ষতি ১,১২,৭৩,৫৮১/- টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ এর অধীনস্থ গোপালগঞ্জ প্রধান শাখার ২০০২-২০০৭ সাল, কাশিয়ানী শাখার ১৯৯২-২০০৭ সাল, পাঁচুড়িয়া শাখার ২০০১-২০০৭ সাল এবং পাটগাতী শাখার ১৯৮৮-২০০৭ সালের হিসাব ১৬-১০-২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ হতে বিভিন্ন পার্টির বিপরীতে নির্দিষ্ট মেয়াদে চলমান ঋণ মঞ্জুর ও নবায়ন করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরীকৃত ঋণ পুনঃ পুনঃ নবায়ন করা হয়। পুনঃ নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "জ" পৃষ্ঠা-১৩ তে দেখানো হলো)।
- প্রতিটি মঞ্জুরী পত্র বা নবায়নের শর্তে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে সমুদয় ঋণের টাকা আদায়ের জন্য শাখা কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী প্রতিটি ঋণের হিসাব ৩০ বা ৬০ দিন অন্তর অন্তর সমন্বয়ের নির্দেশ থাকলেও বছরের পর বছর ঋণ হিসাবগুলি অসমন্বিত অবস্থায় থাকার পরও ঋণ আদায়ে শাখা কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৬-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র দেয়া হয়। ২৬-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত বাণিজ্যিক হারে সুদ আরোপ না করে কম হারে সুদ আরোপ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,১০,২৪,৮৩২/- টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৭ সালের হিসাব ৪-৯-০৮ খ্রিঃ হতে ২৯-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আমদানি রপ্তানি বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স ফরচুনা এ্যাপারেলস লিঃ বিভিন্ন সময়ে বিদেশে মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে ৬,১৭,৬৭,৪৯০ টাকার ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পর পর তিন বার উক্ত ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণ সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও গ্রাহক উক্ত সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হন। সর্বশেষ পত্র নং- আইডি/রপ্তানী/গার্মেন্ট/২০৩১ তারিখ ঃ ২৯-১২-০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আরোপিত সুদের ৩৮.৩২% বাবদ ১,৪২,৫৭,৭৩০ টাকা এবং অনারোপিত সাধারণ সুদ ১০০% বাবদ ২৫,৪২,৬১৪ টাকা সহ মোট ১,৬৮,০০,৩৪৪ টাকা মওকুফ করা হয়। আসল ৪,৫৯,৩৬,৮০০ টাকা ব্যাংক রেট অর্থাৎ ৫% হারে সুদ ধার্য করে ৫ বৎসর মেয়াদে পুনঃ তফসিল করা হয়। ফলে ব্যাংকের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত বাণিজ্যিক হারে অর্থাৎ ১৪% হারে সুদ ধার্য না করে কম হারে সুদ চার্জ করায় ব্যাংকের ১,১০,২৪,৮৩২ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঝ" পৃষ্ঠা-১৪ তে দেখানো হলো)।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ৫% হারে সুদ চার্জ করার স্বপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংকের কোন আদেশ পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ব্যাংক জবাবে জানায় যে, উক্ত ঋণ হিসাবে বাণিজ্যিক সুদের হার ১৪% এর স্থলে ধার্যকৃত ব্যাংক রেট সুদের হার ৬% ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ২৭-১২-০৫ খ্রিঃ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ৮৯০ তম সভায় অনুমোদিত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাংক রেট ৬% হারে সুদ আরোপের কোন নীতিমালা নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৬-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১০।

শিরোনাম ঃ বিদ্যমান ওভারডিউ দায় এবং বার বার রপ্তানিতে ব্যর্থ হবার প্রেক্ষিতে ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ার পরও অনিয়মিতভাবে বিটিবি ঋণপত্র খোলা, অপ্রতুল জামানত এবং বর্তমানে রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩,৩৩,২৫,১৩০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৫-২০০৭ সালের হিসাব ১৫-১০-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১১-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ১০০% রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডার্টস ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ এর অনুকূলে ০৫-৭-২০০৭ হতে ২৭-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৩টি বিটিবি ঋণপত্র খোলা হয়। কিন্তু রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের নামে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়। ফলে এলসি দায়, accepted bill, প্যাকিং ক্রেডিট, এফবিপিএন এবং ফোর্সড লোন বাবদ শাখার মোট পাওনা ৩,৩৩,২৫,১৩০ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঞ " পৃষ্ঠা-১৫ তে দেখানো হলো)।
- ওভারডিউ দায় থাকা সত্ত্বেও এবং গ্রাহক বার বার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ার পরও অনিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ বিটিবি ঋণপত্র খোলে শাখার দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বিদেশী ব্যাংক থেকে ক্রটিপূর্ণ রপ্তানি ডকুমেন্টস ফেরৎ আসা সত্ত্বেও অদ্যাবধি এফবিপিএন দায় সমন্বয় করা হয়নি এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে জানানো হয়নি।
- গ্রাহক এ পর্যন্ত ঋণের কোন টাকাই পরিশোধ করেননি। তদুপরি ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- ৩,৩৩,০০,০০০ টাকা দায় স্থিতির বিপরীতে মোট জামানত রয়েছে মাত্র ২৬,০০,০০০ টাকা। ফলে অপ্রতুল জামানত এবং বর্তমানে গ্রাহকের রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ব্যাংকের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের জন্য রপ্তানিকারককে বারবার পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- রপ্তানিকারককে বারবার পত্র দেয়া হলেও ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ৭-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ৪-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩-৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ রপ্তানিকারকের যথার্থতা যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার ফলে রপ্তানিতে ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোর্সড লোনের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন ৮১,২৭,৩৪৪/- টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের হিসাব ১৫/১০/২০০৮ খ্রিঃ হতে ১১/১১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কালীন নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স ইজি নীট ফ্যাশন লিঃ এর অনুকূলে শাখা প্রধানের নিজস্ব ক্ষমতাবলে অক্টোবর/২০০৭ মাসে ৩টি, জানুয়ারী/২০০৮ মাসে ২টি এবং ফেব্রুয়ারী/২০০৮ মাসে ১টি মোট ৫টি বিটিবি ঋণপত্র খোলা হয়। গ্রাহক রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে স্বীকৃত আমদানি বিল মূল্য গ্রাহকের নামে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হয়। ঋণ হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সৃষ্টিকৃত আদায়যোগ্য ৮১,২৭,৩৪৪ টাকার মধ্যে ঋণগ্রহীতা কোন টাকা পরিশোধ করেননি। ফলে ৩০/১০/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে ৮১,২৭,৩৪৪/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ট " পৃষ্ঠা-১৬ তে দেখানো হলো)।
- রপ্তানিকারকের প্রকল্পটি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত । যার মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৭১,২৫০ টাকা। ভাড়া বাড়িতে প্রকল্প স্থাপনের সুযোগ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ঋণপত্র খোলে গ্রাহককে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- রপ্তানিকারকের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ঋণপত্র খোলার যথার্থতা যাচাই করা হয়নি।
- ৪০.০০ লক্ষ টাকা সহায়ক জামানতের বিপরীতে দায়স্থিতি ৮১.২৭ লক্ষ টাকা । তাছাড়া কোন প্রাথমিক জামানত না নিয়ে ঋণপত্র খোলা হয়েছে । ফলে দায়ের তুলনায় স্বল্প জামানত থাকায় এবং বর্তমানে রপ্তানি এলসি খোলা বন্ধ থাকায় ঋণের টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- রপ্তানিকারক উল্লিখিত ফোর্সড লোনের বকেয়া পুনঃ তফসিল করে তাদের রপ্তানি ব্যবসা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করছেন। ফলে শীঘ্রই আদায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আদায়ের অগ্রগতি না থাকায় জবাব গ্রহনযোগ্য না।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ৭-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ০৪-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩-৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত মঞ্জুরকৃত সিসি (হাইপো) ঋণ নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯৩,২২,১৮৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বি, বি রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ২০০৩-০৭ সালের হিসাব ২-১১-০৮ খ্রিঃ হতে ২৭-১১-০৮ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স হোসেন টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর স্মারক নং-০৬ তারিখঃ ১৪-৯-০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে কেমিক্যাল সংগ্রহের জন্য ১,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (হাইঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও স্মারক নং-০৭(৫) তারিখঃ ২০-৫-০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণটি ৩১-০৩-০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত নবায়ন করা হয়। নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ৯৩,২২,১৮৫ টাকা ক্ষতি।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঠ" পৃষ্ঠা-১৭ তে দেখানো হলো)।
- প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সিসি (হাঃ) ঋণের সহজামানত ১.৫০ গুণ নেয়ার কথা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ১,০০,০০,০০০ টাকা ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত নেয়া হয়েছে মাত্র ১০,০০,০০০ টাকা।
- মঞ্জুরী পত্রের ৬ নং শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা রপ্তানি মূল্য হতে প্রতি ড্রইং এর ১৮০ দিনের মধ্যে সমন্বয়ের নির্দেশ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একবারও সমন্বয় করা হয়নি।
- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-এজিএম/আইটিডি (এক্সপোর্ট)/হোসেন টেক্সঃ/বিবি এলসি/০৭/৩৬৭ তারিখঃ ২০-৯-০৭ খ্রিঃ এর ২নং শর্তানুযায়ী ১,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ সীমা ৮০% অর্থাৎ ৮০,০০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা পালন করা হয়নি।
- স্মারক নং-০৭(৫) তারিখ ২০-৫-০৭ এর (১) নং শর্তানুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ দায় নিয়মিত করার শর্তে ৩১-৩-০৮ তারিখ পর্যন্ত ঋণটি নবায়ন করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন দায়ই সমন্বয় করা হয়নি। পাশাপাশি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ী টাকা আদায়ের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণ হিসাব নবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া, ঋণ সীমা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অনাদায়ী টাকা আদায়ে ব্যাংক কোন পদপেক্ষ গ্রহণ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২৮-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৯-৪-২০০৯ খ্রি তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনামঃ খেলাপী ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতের রায় এবং বন্ধকী সম্পত্তি ভোগ দখলের মালিকানা দলিল পাওয়ার পরও সুদ মওকুফের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় সিসি(হাঃ) খাতে ৪৮,০৩,৩৬৭ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ জোন-এ, কুমিল্লা এর নিয়ন্ত্রণাধীন চকবাজার শাখার ১৯৯৩ থেকে ২০০৭ সালের হিসাব ২৩-১১-২০০৮ খ্রিঃ হতে ২৪-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিসি (হাইঃ) সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- খেলাপী ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতের রায় এবং বন্ধকী সম্পত্তি ভোগ দখলের মালিকানা দলিল পাওয়ার পরও সুদ মওকুফের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় সিসি (হাইঃ) ৪৮,০৩,৩৬৭ টাকা অনাদায়ী। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" পৃষ্ঠা-১৮ তে দেখানো হলো)।
- জনাব তৌফিকুর রহমান, প্লট নং- ব্লক-জি, সেকশন-২, হাউজিং এষ্টেট, কুমিল্লার মালিকানাধীন মেসার্স মজুমদার ট্রেডার্স ও মেসার্স পদ্মা ট্রেডার্সকে যথাক্রমে ইট এবং সার কীট নাশকের ব্যবসার জন্য ৯-১-৯৫ খ্রিঃ ও ১৫-৫-৯৬ খ্রিঃ তারিখে ৮,০০,০০০ টাকা ও ১২,০০,০০০ টাকার ২টি সিসি (হাইঃ) মঞ্জুর করা হয়, যা পর্যায়ক্রমে ঋণ সীমা ২৫,০০,০০০ টাকা এবং ২৫,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রথম ঋণটি সর্বশেষ ২-১২-৯৯ খ্রিঃ হতে ৩১-১০-২০০০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য এবং ২য় ঋণটি ৩-১০-২০০০ খ্রিঃ হতে ৩১-৭-২০০১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নবায়ন করা হয়।
- উক্ত ঋণ দু'টির প্রাথমিক জামানত হিসেবে যথাক্রমে ৬০,৪০,০০০ টাকা ও ৬২,৫০,০০০ টাকার মালামাল এবং সহায়ক জামানত হিসেবে ৩১,৭৫,০০০ টাকা মূল্যের কুমিল্লা হাউজিং এস্টেটস্থ প্লট নং-৬, ব্লক-জি, সেকশন-২ এর ১৭.৫০ শতক ভূমি ও স্থাপনা এবং ৫৫,২০,০০০ টাকা মূল্যের ৩৪০ শতক জমি বন্ধক নেয়া হয়।
- উল্লিখিত ঋণ ২টির মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নং-৬ মোতাবেক প্রতি ৪৫ দিনে একবার সুদসহ সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করার কথা। অনুরূপভাবে শর্ত নং-৮ (গ) অনুযায়ী মজুদ মালের পাক্ষিক বিবরণী নিয়মিত দাখিলের কথা থাকলেও খাতক তা পরিপালন করেননি।
- খাতক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করায় ঋণ দুটি খেলাপী ঋণে পরিণত হয়। ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণদ্বয়ের অনাদায়ী ৩৩,৯৮,৮৯৩ টাকা ও ৩৮,০৫,৪৬৮ টাকা আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালত, কুমিল্লা ২৯-৪-০৩ খ্রিঃ তারিখে মামলা নং ২৫/০৩ এবং ২৬/০৩ দায়ের করা হয়। আদালত ১৯-৭-০৩ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংকের পক্ষে মামলা ২টির রায় প্রদান করেন।
- অর্থ ঋণ মামলা নং-২৫/০৩ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ১৭.৫ শতক ভূমি এবং তদস্থিত স্থাপনা ভোগদখলের মালিকানা দলিল নং-৫২০৯ জেলা রেজিস্টার, কুমিল্লা কর্তৃক ২৭-১-০৮ তারিখে ব্যাংকে দেয়া হয়েছে। মামলা নং- ২৬/০৩ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঋণের (মেসার্স পদ্মা ট্রেডার্স) বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানার জন্য শাখা কর্তৃক আদালতে আবেদন করা হয়েছে।
- ব্যাংকের পক্ষে রায় হওয়ার প্রায় ৫ (পাঁচ) বছর পর শাখা কর্তৃপক্ষ ১২-৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে ঋণের মেয়াদ পরবর্তী ২০০৩ সালের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বর্ণনা করে আরোপিত এবং অনারোপিত সুদের ১০০% ভাগ মওকুফ পূর্বক ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধের সুপারিশ করা হয়েছে, যা অর্থ ঋণ আদালতের রায়ের পরিপন্থী। কেননা আদালতের রায়ে সুদসহ টাকা আদায়ের নির্দেশ রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জোন এবং শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বার্ষিক হিসাব সমাপনী বিবরণী ও আসন্ন জাতীয় সংসদের নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত জবাব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে উল্লিখিত কাজ শেষ হওয়ার পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২৪-৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ৬-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ ও ২৪-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩-৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ ৭টি সিসি হিসাবের বিপরীতে প্রকৃত লোন লেজার কার্ডের অতিরিক্ত ভুয়া একাধিক শ্যাডো কার্ড সৃষ্টিপূর্বক লেনদেন করায় সুদ বাবদ ৪২,০৫,৯৭৯/- টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর এবং এর আওতাধীন চিরির বন্দর শাখার ২০০১-০৭ সালের হিসাব ১৯/১২/০৮ খ্রিঃ হতে ২৪/১২/০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিসি কার্ড ভাউচার ও শৃংখলা মূলক নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ৭ টি সিসি হিসাবের বিপরীতে প্রকৃত লোন লেজার কার্ডের অতিরিক্ত ভুয়া একাধিক শ্যাডো কার্ড সৃষ্টিপূর্বক লেনদেন করায় সুদ বাবদ ৪২,০৫,৯৭৯/- টাকা আদায়যোগ্য। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" পৃষ্ঠা-১৯ তে দেখানো হলো)।
- এ শাখার প্রাক্তন ব্যবস্থাপক জনাব মকবুল হোসেন সরদার ও কর্মকর্তা জনাব এন্তাজুল হক শাহ কর্তৃক ৭টি সিসি হিসাবের বিপরীতে প্রকৃত লোন লেজার কার্ডের অতিরিক্ত ভুয়া একাধিক শ্যাডো কার্ড সৃষ্টি করে গ্রাহকের সহায়তায় তাতে নিজেদের ইচ্ছামত লেনদেন তথা টাকা উত্তোলন করায় ভুয়া শ্যাডো লোন লেজার কার্ডের লেনদেনের বিপরীতে সুদ বাবদ ৪২,০৫,৯৭৯/- টাকা (৩০/০৬/০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত) আয় হতে ব্যাংক বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সুদের টাকা আদায় করে পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সুদের টাকা আদায় করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২৯/৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ৪/৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাগনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম ঃ ভাড়া করা ভবনে তৃতীয় পক্ষীয় সম্পত্তি বন্ধকীর বিপরীতে প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং প্রকল্পটি অস্তিত্ববিহীন হওয়ার ফলে প্রকল্প ঋণের পাওনা বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ৩০,২১,৮৮৪ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক, রাজারবাগ কর্পোরেট শাখা ঢাকা এর ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের হিসাব ১১-০৬-০৯ হতে ৩০-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কম্পিউটার আমদানি রপ্তানি ও সফটওয়্যার উন্নয়নমূলক ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্তে প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীপত্র নং-আকাআ/ঋবি-৩/শিল্প ঋণ-১) জেবিওএফ/আইটি-১১৯৪/২০০১/২২/২৩২ তারিখ ১৬-০৯-২০০১ মোতাবেক মেসার্স ধ্রুব লিমিটেড এর অনুকূলে ১০% সুদে ৫ বছর মেয়াদে ৩৭,৪৯,০০০ টাকা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ২০/০৫/০৭ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী গ্রাহক ঋণের টাকা পরিশোধ করেননি। বর্তমানে প্রকল্পের কোন অস্তিত্ব নেই। বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে দু'বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও সম্পত্তি বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় ব্যাংকের পাওনা ৩০,২১,৮৮৪ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ণ" পৃষ্ঠা-২০ তে দেখানো হলো)।
- ৩ বছর মেয়াদী অফিস ভাড়া চুক্তিপত্রের বিপরীতে ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে ভাড়া করা বাড়ীতে চুক্তি বহির্ভূত মেয়াদে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাহক প্রকল্পের সকল কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সরিয়ে ফেলার ফলে ভাড়া করা বাড়ীতে প্রকল্পের কোন অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে (কম্পিউটার আমদানি ও রপ্তানি) প্রকল্প করা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি।
- বন্ধকী সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষীয়। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার সাথে বন্ধক দাতার সম্পর্ক, ছবি ও স্বাক্ষর সনাক্ত করা হয়নি এবং বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা ও দখলী সত্ত্ব সম্পর্কে আইনজীবীর মতামত নেয়া হয়নি। তাছাড়া ঋণের টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণ গ্রহীতা সমুদয় পাওনা টাকা পরিশোধ করবেন বলে জানিয়েছেন। গ্রাহক ঋণ পরিশোধে এগিয়ে না এলে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ মোতাবেক মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি এবং ঋণ আদায়ের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২৭-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম ঃ রপ্তানি বন্ধ, ঋণের তুলনায় জামানত নামমাত্র, ফলে পিসি ও ডিমান্ড লোন বাবদ ব্যাংকের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন ৮,৫৮,৩৮,৯৮২ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৫-০১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগের ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের ২৪-৬-২০০৫ তারিখের মঞ্জুরীপত্র নং- আইটিডি/এলসি/১৭৮৩/০৫ বলে মেসার্স এপিটি ফ্যাশন ওয়্যারস (প্রাঃ) লিঃ এর অনুকূলে ৯০০ লক্ষ টাকার ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে গ্রাহক রপ্তানি করতে ব্যর্থ হন এবং একের পর এক ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হলে মোট ২,৮৯,০০,০০০ টাকা সহ নতুন সৃষ্টিকৃত ডিমান্ড লোন পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক পুনঃ তফসিলিকরণের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হন এবং নতুন করে আরো ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়। ৩১-১২-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৮,০৬,৮৯,৩৪৯ টাকা ডিমান্ড লোন এবং ৫১,৪৯,৬৩৩ টাকা পিসি ঋণসহ ব্যাংকের পাওনা রয়েছে ৮,৫৮,৩৮,৯৮২ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ত" পৃষ্ঠা-২১ তে দেখানো হলো)।
- রপ্তানিকারকের রপ্তানি বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা এবং বিদেশী ক্রেতার ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ না করে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার অনুমোদন দেয়া হয়।
- মাত্র ২২,৭০,০০০ টাকার সহায়ক জামানতের বিপরীতে ৯,০০,০০,০০০ টাকা ব্যাক টু ব্যাক লিমিট মঞ্জুর করা হয়েছে। কাজেই পর্যাপ্ত জামানত না নিয়ে অতিরিক্ত লিমিট মঞ্জুর করা হয়েছে।
- গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক মামলা করা হয়নি।
- ৮,৫৮,৩৯,০০০ টাকার দায় স্থিতির বিপরীতে জামানত ২৭,৭০,০০০ টাকা অপ্রতুল এবং ঋণের তুলনায় নামমাত্র। ফলে ব্যাংকের পাওনা নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- শীঘ্রই মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- রপ্তানি বন্ধ এবং জামানত না থাকায় পাওনা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১১-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৬-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১-৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনাম ঃ তৃতীয় পক্ষীয় সম্পত্তি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর, শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ, আদায় অনিশ্চিত ১,৭৩,৮৯,৬৩৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৫-০১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগ-২ এর প্রকল্প ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের ৩-৬-২০০৭ তারিখের মঞ্জুরী আদেশ বলে মেসার্স ভিজ্যুয়াল সফট লিঃ এর অনুকূলে ১৪৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণের বিপরীতে ৩য় পক্ষীয় সম্পত্তি সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধক রাখা হয়েছে। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ বিতরণের ১ম তারিখ (৩-৭-২০০৭) হতে ৩য় মাসান্তে অর্থাৎ অক্টোবর-০৭ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রতি কিস্তি ১১,৮৪,৬৪৬ টাকা হারে পরিশোধযোগ্য হলেও গ্রাহক ঋণের কোন কিস্তি পরিশোধ করেননি। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায়ে ব্যাংক ব্যর্থ হওয়ায় ৩১-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পাওনা ১,৭৩,৮৯,৬৩৩ টাকা আদায় অনিশ্চিত। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "থ" পৃষ্ঠা-২২ তে দেখানো হলো)।
- ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব সম্পত্তি বন্ধক না নিয়ে ৩য় পক্ষীয় সম্পত্তি সহায়ক জামানত রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে জমির দখলস্বত্ব ও ঋণগ্রহীতার সংগে বন্ধক দাতার সম্পর্ক ইত্যাদি নিশ্চিত না হয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।
- গ্রাহক শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রকল্প উদ্যোক্তার নিজস্ব জমি সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধক না দেওয়ায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণ গ্রহীতা ঋণের খেলাপী কিস্তি শীঘ্রই পরিশোধ করবেন মর্মে অংগীকার করায় তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়নি। চূড়ান্ত নোটিশ ও উকিল নোটিশ জারি করা হয়েছে। শীঘ্রই পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ব্যাংক কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং ঋণ আদায়ে সচেষ্ট থাকলে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত হতো না।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১১-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৬-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১-৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৮।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ফান্ডেড ফ্যাসিলিটিজ প্রদান, ডেলিগেশন অব ডিসক্রেশনারী পাওয়ার অনুসরণ না করে সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে দেড়গুণের স্থলে কম সহায়ক জামানত গ্রহণ করায় ওরিয়ন গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ৭০,১৩,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৫-০১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ঢাকা সার্কেল-২ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ওরিয়ন গ্রুপভুক্ত ২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৯৩,৩৯,০০,০০০ টাকা ফান্ডেড ফ্যাসিলিটিজ প্রদান করা হয়, যার বিপরীতে ২৮-০২-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া দায় স্থিতি রয়েছে ৭০,১৩,০০,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "দ" পৃষ্ঠা-২৩ তে দেখানো হলো)।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৯ এপ্রিল, ২০০৫ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ মোতাবেক কোন একক ব্যক্তি, এন্টারপ্রাইজ অথবা গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একটি ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধন এর ১৫% এর অধিক ফান্ডেড ফ্যাসিলিটিজ বকেয়া দায় স্থিতি কোনক্রমেই রাখা যাবে না। অগ্রণী ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৪৮.৪২ কোটি টাকা বিধায় ফান্ডেড দায় কোন অবস্থাতেই ৩৭.২৬ কোটি টাকার বেশী হওয়ার কথা নয়। উল্লিখিত ওরিয়ন গ্রুপভুক্ত একই মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠানের নামে ৭০,১৩,০০,০০০ ফান্ডেড ফ্যাসিলিটিজ দায় সৃষ্টি হওয়ায় তা মোট পরিশোধিত মূলধনের ১৫% অতিক্রম করেছে। ।
- ডেলিগেশন অব ডিসক্রেশনারী পাওয়ার মোতাবেক সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ঋণ সীমার কমপক্ষে দেড়গুণ সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঋণাংকের কম সহযোগী জামানত এর বিপরীতে অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২২,৮৩,০০,০০০ টাকার সহায়ক জামানতের বিপরীতে ৭০,১৩,০০,০০০ টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে, যা জামানত সম্পত্তির ৩ গুণেরও বেশী। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ঋণ মঞ্জুর করে দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ফান্ডেড ফ্যাসিলিটিজ ঋণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র মোতাবেক Credit risk point of view থেকে এ সম্মতিকে অনুমোদন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬-৮-০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রটি শুধুমাত্র ২০০৬ সালের নবায়ন মঞ্জুরীর মেয়াদকালীন অতিরিক্ত Risk Amount আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক Risk Amount আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১১-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৬-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১-৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৯।

শিরোনাম ঃ **Single borrower exposure limit অতিক্রম করে অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর, মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের কিস্তির টাকা এবং জামানত সম্পত্তি বন্ধকী গ্রহণে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় শাখার ঝুঁকিপূর্ণ দায় ৪৩,০৫,৭২,৩৬০/- টাকা।**

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৬-০৪-০৯ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ১০০% রপ্তানিমুখী বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাখার গ্রাহক মেসার্স ঢাকা ডেনিম লিঃ এর অনুকূলে ১৮/৫/০৫ খ্রিঃ তারিখে ১২,০৮,৪০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ডেফার্ড এলসি (ক্যাশ) যথাক্রমে নং - ০০০১/০৫/০২/০০৯৮ তাং-১২/১২/০৫ নং ০০০১/০৫/০২/০০৯৮ তাং-১৫/১২/০৫, নং-০০০১/০৫/০২/০১০২ তাং-২৮/১২/০৫, নং-০০০১/০৬/০২/০০০২ তাং-০৫/০১/০৬ খ্রিঃ মোট ৪টি ঋণপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের ক্যাপিটাল মেশিনারীজ আমদানি করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণপত্রের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমদানি দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংক আইএফবিসি দায় সৃষ্টি করে মূল্য পরিশোধ করে।
- প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলে শাখা কর্তৃক রপ্তানির লক্ষ্যে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হয়। গ্রাহক রপ্তানিতে ব্যর্থ হওয়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়। ইতোমধ্যে গ্রাহকের ঋণ হিসাবে প্রকল্প ঋণ ১২,৬৪,০০,০০০ টাকা, সিসি (হাঃ) ৮৭,০০,০০০ টাকা, আইএফবিসি ২১,৫১,০০,০০০ টাকা, ডিমান্ড লোন ৬,৯৮,০০,০০০ টাকা এবং এফবিপি ৪৭,০০,০০ টাকা সহ সর্বমোট ৪২,৪৭,০০,০০০ টাকা দায় সৃষ্টি হয় ও সকল ঋণ হিসাব ক্ষতিজনক হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়। এমতাবস্থায় শাখার সুপারিশে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প ঋণের মেয়াদকাল ৩ বছর বৃদ্ধিসহ ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃ তফসিল ও নবায়ন এর মাধ্যমে নিয়মিত করা হয়। বর্ণিত সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী ঋণের কিস্তি এবং জামানত গ্রহণে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় সৃষ্টি হয়েছে ৪৩,০৫,৭২,৩৬০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ধ" পৃষ্ঠা-২৪ তে দেখানো হলো) ।
- অগ্রণী ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ২৪৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশানুসারে Funded facilities ১৫% হিসাবে Single borrower exposure limit সর্বোচ্চ ৩৭.২০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত লিমিট অতিক্রম করে সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে (৪৩,০৫,০০,০০০-৩৭,২০,০০,০০০) ৫,৮৫,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- প্রকল্পে নতুন করে কোন যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিবর্তন সংযোজন/পরিবর্ধন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ক্ষতিজনক আইএফবিসি দায় ২১,৫১,০০,০০০ টাকা হতে ১৬,৫৮,০০,০০০ টাকা সমন্বয় দেখিয়ে বিএমআরই এর আওতায় প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ২৬/০৮/০৮ খ্রিঃ তারিখে শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায় না হওয়া, মঞ্জুরীপত্র ইস্যুর ৯০ দিনের মধ্যে জামানত সম্পত্তির দলিলাদি গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া, দায়-দেনা ৩৭,২০,০০,০০০ টাকার নিচে নামিয়ে আনতে না পারা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- হালনাগাদ সন্তোষজনক সিআইবি না পাওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতাকে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ পুনঃ তফসিলিকরণ ও নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- ১,৯৮,০০,০০০ টাকার জামানতের বিপরীতে দায় সৃষ্টি হয়েছে ৪৩,০৫,০০,০০০ টাকা, যা ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বর্তমানে Single borrower লিমিট ১৫% এর স্থলে ২০% করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ পরিপত্র নং-সাঋবি/২০ তাং-১৫/০৪/০৯ মোতাবেক Exposure Limit ২০% Exceed করা যাবে না উল্লেখ করা হলেও উক্ত পরিপত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ ৯/৪/০৫ খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী Funded ঋণের পরিমাণ মোট মূলধণের ১৫% এর বেশী হতে পারবে না ।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১২/৭/২০০৯ খ্রিৎ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১/৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২০।

শিরোনাম ঃ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ভংগ করে ঋণ বিতরণ, আগাম গ্রহণকৃত চেক ডিজঅনার হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং ঋণ জামানতবিহীন থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৯৬,১৭,০৭০/- টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৬-০৪-০৯ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের ১৫/১২/০৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্র নং-শিঋবি-১/মূল্যায়ন/১২৯১/২০০৫ মোতাবেক কক্সবাজার হতে যশোর রুটে চিংড়ি মাছের পোনা বিমান যোগে আনা নেওয়ার জন্য এয়ার ক্রাফট ক্রয়ের লক্ষ্যে মেসার্স বেষ্ট এভিয়েশন লিঃ এর অনুকূলে ৫,৯৪,০৬,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। সুদ ও আসলে আদায়যোগ্য ৮,১১,৩৯,০০০ টাকার মধ্যে শাখা কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মাত্র ১,১৫,২২,০০০ টাকা। ফলে ৩১/০৫/২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের পাওনা রয়েছে ৬,৯৬,১৭,০৭০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ন " পৃষ্ঠা-২৫ তে দেখানো হলো)।
- প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরী আদেশের শর্তানুযায়ী সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ এবং আইপিডিসি এর নিকট ঋণগ্রহীতার বন্ধকীকৃত সম্পদের উপর প্যারিপাসু চার্জ সৃষ্টি না করে এবং গ্রাহকের প্যারেন্টস কোম্পানী ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (IPSSL) ও মেসার্স নোরা ট্রাভেলস লিঃ এর কর্পোরেট গ্যারান্টি না নিয়ে সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- জিএসপি ফিন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ এর পত্র হতে দেখা যায়, গ্রাহক উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হওয়ায় অগ্রণী ব্যাংক হতে কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করেছেন। কাজেই সন্তোষজনক সিআইবি সংগ্রহ না করে অনিয়মিতভাবে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- গ্রাহক কর্তৃক বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয়নি। ফলে যে কোন দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমা দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের স্বপক্ষে আগাম গ্রহণকৃত ১০টি চেক ডিজঅনার হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে এন,আই, এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া ঋণের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত না থাকায় ব্যাংকের পাওনা নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন।
- এয়ারক্রাফট আমদানির লক্ষ্যে ঋণপত্র স্থাপনকালে ইকুইটি বাবদ অর্থ নগদে ইকুইটি ফান্ডে জমা না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ৭টি অগ্রিম চেক নেয়া হয়েছে, যার ১টি বাদে বাকী ৬টি চেক ফান্ডের স্বল্পতাহেতু ডিজঅনার হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শাখা কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে অনিয়মিতভাবে আলোচ্য প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আদায়ের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে । শীঘ্রই মামলা দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১২/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১/৯/২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২১।

শিরোনাম ঃ প্রকল্প বন্ধ, ঋণ আদায় না করা এবং সিসি প্লেজ ঋণকে সিসি হাইপোর সাথে একীভূত করার সুযোগে প্রকল্পের মালামাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪,২০,৪৫,৩৫৪/- টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৬/০৪/০৯ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- রপ্তানিমুখী জুতা প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচীর আওতায় শাখার গ্রাহক মেসার্স ডিনকাম সুজ লিঃ এর অনুকূলে ০২/০৬/০৪ খ্রিঃ তারিখে ৯,২১,৫০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ, ৮০,৭১,০০০ টাকা সিসি হাইপো, ১,৬১,৪২,০০০ টাকা সিসি প্লেজ ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী গ্রাহক ঋণের টাকা পরিশোধ করেননি। পরবর্তীতে শাখার সুপারিশক্রমে ঋণ হিসাব নিয়মিত করার জন্য প্রকল্প ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণ এবং সিসি প্লেজ ১৬১,৪২,০০০ টাকা সিসি (হাঃ) ৮০,৭১,০০০ টাকার সাথে একীভুত করে মোট সিসি হাইপো ঋণসীমা ২,৪২,১৩,০০০ টাকা ৩১/১০/২০০৮ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। তদুপরি ঋণ গ্রহীতা এ পর্যন্ত ঋণের কোন টাকাই পরিশোধ করেননি। ফলে ২৫/০৫/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের পাওনা দাড়িয়েছে ১৪,২০,৪৫,৩৫৪ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " প " পৃষ্ঠা-২৬ তে দেখানো হলো)।
- ডাউন পেমেন্ট না নিয়ে অনিয়মিতভাবে পুনঃ তফসিলিকরণের সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পুনঃ তফসিল অনুযায়ী আদায়যোগ্য ৪টি কিস্তির পাওনা বাবদ ২,৪২,০০,০০০ টাকা গ্রাহক পরিশোধ না করায় এ সুবিধা বাতিল হয়েছে। তদুপরি শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালত আইন ০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক মামলা করা হয়নি।
- সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন নেই এবং সীমাতিরিক্ত ৩৫,৬৯,০৯১/- টাকা দায় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঋণ আদায়ের ব্যাপারে শাখার তৎপরতা, মনিটরিং এবং গ্রাহকের সংগে যোগাযোগ নেই।
- বন্ধকী সম্পত্তি গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রমিন্যান্ট ফ্যাশন লিঃ এর এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপুল দায়-দেনা অনাদায়ী রয়েছে। রপ্তানির লক্ষ্যে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা হলেও রপ্তানি হয়নি এবং বর্তমানে প্রকল্প বন্ধ থাকায় ব্যাংকের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের জন্য শাখার চেষ্টা অব্যাহত আছে। ঋণ গ্রহীতার রীটের কারণে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের ফলে ব্যাংকের টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। মামলা দায়ের এর অগ্রগতি না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১২/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১/৯/২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারন করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২২।

শিরোনাম ঃ সহায়ক জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে বর্ধিত প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ, রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রম ও লেনদেন না থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৭,৫৩,৭৪,৭২৬/- টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৬/০৪/০৯ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- গাজীপুরস্থ বিশিয়া মৌজায় কুড়িবাড়ী এলাকায় ৩৭৯.৫০ শতাংশ জমির ওপর প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মেসার্স সাহাবা ইয়ার্ণ লিঃ এর অনুকূলে ৬/৭/০৪ তারিখে ৭,৯৫,০৮,০০০ টাকা মেয়াদী মূলধন ঋণ, ৯১,২৯,০০০ টাকা স্বল্প মেয়াদী চলতি মূলধন ঋণ এবং ৩৫,৭৮,০০০ টাকা বাস্তবায়নকালীন সুদ সহ মোট ৯,২২,১৫,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে কোন সহায়ক জামানত না নিয়ে ১৪/১১/০৫ খ্রিঃ তারিখে ১,২২,০৯,০০০ টাকা বর্ধিত প্রকল্প ঋণ এবং ২৪/১২/০৭ খ্রিঃ তারিখে ২,৭০,০০,০০০ টাকা সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি একটি ১০০% রপ্তানিমূখী একরাইলিক ইয়ার্ণ ডাইং শিল্প কারখানা। শাখা কর্তৃক ৩,০০,০০,০০০ টাকা লিমিটে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হলে গ্রাহক রপ্তানি করতে বারবার ব্যর্থ হলে ২,৯০,০৭,০০০ টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় বর্তমানে ঋণপত্র খোলা প্রক্রিয়া বন্ধ আছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম ও ঋণ হিসাবের লেনদেন নেই। ফলে ব্যাংকের পাওনা ১৭,৫৩,৭৪,৭২৬/- টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ফ " পৃষ্ঠা-২৭ তে দেখানো হলো)।
- প্রকল্প ভূমি, ভবন ও যন্ত্রপাতি বন্ধকীর বিপরীতে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে অতিরিক্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ না করে একই প্রকল্প ভূমি চার্জের বিপরীতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু না হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে বর্ধিত প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ মঞ্জুরী নীতিমালা অনুযায়ী সিসি (হাঃ) ঋণাঙ্কের কমপক্ষে দেড় গুণ সহায়ক জামানত বন্ধকী গ্রহণের শর্ত থাকলেও তা ভংগ করে জামানতবিহীন ২,৭০,০০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।
- উদ্যোক্তাদের প্রকল্প স্থাপন এবং রপ্তানির অভিজ্ঞতা যাচাই না করে অনিয়মিতভাবে ১০০% রপ্তানিমুখী প্রকল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- সকল ঋণ হিসাবই ক্ষতিজনক ঋণ হিসাবে শ্রেণীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক মামলা করা হয়নি।
- সীমাতিরিক্ত ঋণ আদায় না করে অনিয়মিতভাবে সিসি (হাঃ) ঋণের নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে এবং এলসি লিমিট ১,০০,০০,০০০ টাকা থেকে ৩,০০,০০,০০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- শাখা কর্তৃক প্রকল্প ভূমির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৭৩,০০,০০০ টাকা যার বিপরীতে দায় সৃষ্টি হয়েছে ১৭,৫৩,৭৫,০০০ টাকা। তাছাড়া অবচয় বাদ দিলে ভবন ও যন্ত্রপাতির নামমাত্র মূল্য থাকবে। কাজেই ঋণের টাকা নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ ও লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই মামলা দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জামানত পর্যাপ্ত না হওয়ায় এবং সহায়ক জামানত না থাকায় ঋণের টাকা আদায়ের সম্ভাবনা নেই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১২/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১/৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৩।

শিরোনাম ঃ ঋণ নীতিমালা অনুসরণ না করে নদীর তীর এলাকায় প্রকল্প স্থাপনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ, জামানত নামমাত্র এবং পরিশোধ তফসিল মোতাবেক ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬,২৭,৩৮,৪৮১/- টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৬/০৪/০৯ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের ১৮/১১/০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মেসার্স প্যাসিফিক ডেনিমস লিঃ এর অনুকূলে ৯,৭৪,১৭,০০০ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ঋণ, ১,৬৩,১৫,০০০ টাকা চলতি মূলধন (সিসি) ঋণ, ৮৭,৬৮,০০০ টাকা বাস্তবায়নকালীন সুদ সহ মোট ১২,২৫,০০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পুনরায় একই বিভাগের ২৮/০২/০৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ৭,১০,৩৫,০০০ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, ৪৩,৬৬,০০০ টাকা বাস্তবায়নকালীন সুদ, ৪৫,৯৯,০০০ টাকা রেয়াতী সময়ের সুদ সহ সর্বমোট ১১,৩০,০০,০০০ টাকা বর্ধিত প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত পরিশোধসূচী মোতাবেক ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ১২/০৮/০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ১ বছর পিছিয়ে ১২/০৮/০৭ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ ১,০২,৯৯,৬১৫ টাকা নির্ধারণ করা হলেও এ পর্যন্ত ৭ কিস্তির মধ্যে কোন কিস্তির টাকা আদায় করতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ঋণ হিসাব বিবরণী (লেজার কার্ড) অনুযায়ী ২২/০৪/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের পাওনা ২৬,২৭,৩৮,৪৮১ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ব " পৃষ্ঠা-২৮ তে দেখানো হলো)।
- প্রকল্প ভূমি মুন্সিগঞ্জ জেলার মেঘনা গোমতী নদীর তীরে নিচু এলাকায় অবস্থিত। অগ্রণী ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা পত্রের ঋণ নীতিমালা অধ্যায়ে নদী তীরের ৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে অবস্থিত ভূমি সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করার বিধান না থাকা সত্ত্বেও নদী তীরের জমির উপর প্রকল্প স্থাপন ও বন্ধকীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।
- গ্রাহক মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালত আইন ০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সিসি (হাঃ)ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় নবায়ন সুবিধা প্রদানের ফলে ৫৬,৭৭,৬২৬ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে যা আদায় করা হয়নি।
- ২৬,২৭,৩৮,০০০ টাকা দায় সৃষ্টির বিপরীতে সহায়ক জামানত মাত্র ৯০,০০,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ব্যাংকের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- গ্রাহক জুনের মধ্যে ১,০৫,০০,০০ কোটি টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি না থাকায় জবাব বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১২/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১/৯/২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৪।

শিরোনাম ঃ উদ্যোক্তাদের প্রকল্প স্থাপনের অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্পের ভায়াবিলিটি যাচাই না করে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ, উৎপাদন ও রপ্তানি না থাকায় এবং জামানত অপ্রতুল হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৯৮,৮২,১৫৮/- টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৬/০৪/০৯ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ১০০% রপ্তানিমুখী কটন উইভিং শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের ১৩/০৯/০৩ তারিখের মঞ্জুরী আদেশ বলে মেসার্স সৃজন টেক্সটাইল এর অনুকূলে ২,৬২,৭৭,০০০ টাকা মেয়াদী মূলধন ঋণ, ২৮,১৫,০০০ টাকা স্বল্পমেয়াদী চলতি মূলধন ঋণ এবং ১১,৮২,০০০ টাকা বাস্তবায়নকালীন সুদ সহ ৩,০২,৭৪,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে শাখার ০৮/০৪/০৭ খ্রিঃ তারিখের প্রশা/ঋণ/সিসি/২০/০৭ নং পত্রের মাধ্যমে ২০,০০,০০০ টাকা সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্পটির বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ ১২/০৪/০৪ খ্রিঃ হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পটি উৎপাদন শুরু করেনি। ফলে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ করা হলেও এখন পর্যন্ত কোন রপ্তানি হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ থাকায় গ্রাহক ঋণ পরিশোধ তফসিল মোতাবেক ঋণের টাকা প্রদান করতে পারছে না। এমতাবস্থায় ব্যাংকের পাওনা ২,৯৮,৮২,১৫৮/-টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ভ" পৃষ্ঠা-২৯ তে দেখানো হলো)।
- উদ্যোক্তাদের প্রকল্প স্থাপনের অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্পের ভায়াবিলিটি যাচাই না করে অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া রিকন্ডিশন মেশিন আমদানি করা হলেও মেশিনের আয়ুকাল সম্পর্কিত সার্ভে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়নি। বন্যা প্রবণতা রয়েছে এমন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রকল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- ঋণ পরিশোধ তফসিল মোতাবেক ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় আদায় না করে নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- ২,৯৮,৮২,০০০ টাকা দায় স্থিতির বিপরীতে সহায়ক জামানত মাত্র ৪২,৩০,০০০ টাকা যা অপ্রতুল। ফলে ব্যাংকের পাওনা নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ ও লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জামানত নামমাত্র থাকায় গ্রাহকের নিকট হতে ঋণ আদায় সম্ভব হবে না।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১২/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ০১/০৯/২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারন করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৫।

শিরোনাম ঃ কম মার্জিনে সহায়ক জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ট্রাষ্ট রিসিপ্টের (টিআর) বিপরীতে ঋণ প্রদান, নিয়ম বহির্ভূতভাবে টিআর লোনকে টার্ম লোনে রূপান্তর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৪৫,৪৭,৮৫১/- টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০০৮ সালের হিসাব ১৬/০৪/০৯ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ০৫/০৩/০৮ খ্রিঃ তারিখের প্রশা/বৈবাবি(ক্যাশ)/১২৯/০৮ নং স্মারক বলে শাখার গ্রাহক মেসার্স আল আরাফা ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ এর অনুকূলে তুর্কমেনিস্থান থেকে ১০০০ মেঃ টন কাঁচা তুলা আমদানির লক্ষ্যে ১০% মার্জিনে মাঃডঃ ২০,১৭,২০৯.০০ সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা ১৪,০০,০০,০০০ মূল্য মানের সাইট ঋণপত্র খোলার অনুমোদন দেয়া হয়। সে আলোকে ৫০০ মেঃ টন কাঁচা তুলা আমদানির নিমিত্তে ১০% মার্জিনে মাঃ ডঃ ১০,০৮,৬০৪.৫০ মূল্যমানের ঋণপত্র নং ০০০১/০৮/০০৮০ খোলা হয়। আমদানিকৃত কাঁচা তুলা চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছাঁর পর ২০/০৫/০৮ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের নামে ৫,৭২,০৭,৬৯৪/- টাকা এলটিআর দায় সৃষ্টি করে বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- ঋণের শর্তানুযায়ী মেয়াদ সীমার মধ্যে (১৬/৯/০৮) ঋণের টাকা আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে ৫/২/০৯ খ্রিঃ তারিখের বিডি/বিএমএ/০৯/১২৩ নং আদেশ বলে অবশিষ্ট টিআর দায় ৬টি পোষ্ট ডেটেড চেক গ্রহণ সাপেক্ষে(প্রতিটি চেক মূল্য ৫৮,৩৩,০০০) টিআর দায়কে টার্ম লোনে রূপান্তর করা হয়। শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় জামানতবিহীন দায় ২,৪৫,৪৭,৮৫১/- টাকা পাওনা রয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ম" পৃষ্ঠা-৩০ তে দেখানো হলো) ।
- অগ্রণী ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা পত্রের তফসিল-৪, ক্রমিক নং-২.২ মোতাবেক ন্যূনতম ২৫% মার্জিনে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ৯০ দিন মেয়াদে ট্রাষ্ট রিসিপ্টের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১০% মার্জিনে জামানত বিহীন ১২০ দিন মেয়াদে টিআর লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই কম মার্জিনে সহায়ক জামানত না নিয়ে অতিরিক্ত মেয়াদে অনিয়মিতভাবে ট্রাষ্ট রিসিপ্টের (টিআর) বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে টিআর লোনকে টার্ম লোনে রূপান্তর করা হয়েছে।
- পোষ্টডেটেড চেক Dishonour হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে এন,আই, এ্যাক্ট-১৮৮১ মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পূর্বেকার মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর দায় আদায় না করে এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি না নিয়ে নতুন করে বর্তমান এলটিআর দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ঋণপত্র খোলা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ঋণপত্র খোলার প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ ছিল বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১২/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ১/৯/২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারন করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৬।

শিরোনাম ঃ অর্থ ঋণ আদালতের টাকা আদায়ের রায় উপেক্ষা করে ঋণ মওকুফের সুপারিশ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৯৩,৮৮,২৫৩/- টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, ফেনী এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি শাখার ১৯৮৯-২০০৭ সালের হিসাব ১৭-১০-০৮ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-০৮ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে নিউরানীর হাট শাখার বিভিন্ন ধরনের ঋণের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- খেলাপী ঋণ গ্রহীতা মেসার্স তৃপ্তি বিস্কুট (প্রাঃ) লিঃ নিউরানীর হাট, ফেনীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায়ে ঋণ আদায়ের অধিকার পাওয়ার পরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।
- মেসার্স তৃপ্তি বিস্কুট (প্রাঃ) লিঃ এর নামে (১) সিসি হাইপো-১ এ ১,১৫,০০,০০০ টাকা এবং (২) সিসি প্লেজ -১ এ ৬৫,০০,০০০ টাকা মঞ্জুরী পত্র নং- HO/ICD-1/WC/২০০৫/১৭ তারিখ ২৮-০৮-০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১ (এক) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়, যার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ছিল ২৮-৮-০৬ খ্রিঃ।
- উক্ত সিসি দুটির বিপরীতে খেলাপী ঋণের টাকা আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-৮/২০০৭ তারিখ ৯-৮-০৭ খ্রিঃ দায়ের করা হলে বিজ্ঞ আদালত ২৩-৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে খেলাপী ঋণের টাকা আদায়ের জন্য রায় প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালতের রায় কার্যকর না করে ঋণ গ্রহীতাকে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতার সুদ মওকুফের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিধি মোতাবেক শীঘ্রই ঋণের টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১১-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ৩-৫-২০০৯ খ্রিঃ ও ২৪-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জবাবের প্রেক্ষিতে মামলা চলাকালীন সময়ে সুদ মওকুফের কোন বিধান বা আদেশ থাকলে তা প্রেরনের জন্য ১১/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৭।

শিরোনাম ঃ মেসার্স মিকাডো প্রডাক্ট (প্রাঃ) লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে লিম হিসাবের দায় বার বার পুনঃ তফসিলের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে আনুকূল্য প্রদর্শন করে টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৪,৬৪,৪৯৭/- টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ , বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২-৯-০৮ খ্রিঃ হতে ৩০-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স মিকাডো প্রডাক্ট (প্রাঃ) লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে লিম হিসাবের দায় বারবার পুনঃ তফসিলের মাধ্যমে টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ৭৪,৬৪,৪৯৭/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " য " পৃষ্ঠা-৩১ তে দেখানো হলো)।
- মেসার্স মিকাডো প্রডাক্ট (প্রাঃ) লিঃ এর ২০০৪ সালের লিম নং ২০০৪/০৫, ২০০৪/০৯, ২০০৪/১৩ এবং ২০০৫ সালের লিম ২০০৫/০১, ২০০৫/১১ নং লিম সৃষ্টির পর ৬০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও পার্টি কর্তৃক তা পরিশোধ করা হয়নি।
- শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-২৩৩ তাং-২৯/১১/০৫ খ্রিঃ মোতাবেক পুনঃ তফসিল করে লিমের দায় পরিশোধের মেয়াদ ৩১/১২/০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলেও শর্ত মোতাবেক গ্রাহক টাকা পরিশোধ করেননি। পরবর্তীতে শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে পর্ষদের ৭২৭ তম সভার শর্ত মোতাবেক পত্র নং-৭২৫ তাং-৫/১২/০৬ মোতাবেক ৩০/৬/০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত টাকা পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
- ডাউন পেমেন্ট জমার পর অবশিষ্ট ১,৪৯,০৫,৭৪২ টাকার বিপরীতে শাখার অনুকূলে ৬টি পোষ্ট ডেটেড চেক প্রদান করে সমুদয় টাকা ৩০/৬/০৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার কথা এবং কোন চেক উপস্থাপন করার পর ফেরৎ আসলে এই সুবিধা কার্যকর হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চেকগুলি উপস্থাপন করা হলে কোন চেকের অর্থ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ না করায় চেকগুলি ডিজঅনার হয়।
- চেক ডিজঅনার হওয়ার পর তাৎক্ষনিক ভাবে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- গ্রাহক ডিসেম্বর/২০০৮ এর মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া সমন্বয় করবে বলে মৌখিক ভাবে জানিয়েছে। এছাড়া চূড়ান্ত নোটিশ জারি করা হয়েছে।.

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টাকা আদায়ের অগ্রগতি না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১৬/১১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৮/০৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারনপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৮।

শিরোনাম ঃ অন্য প্রতিষ্ঠানের অলাভজনক প্রকল্প ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ এবং অনাদায়ে পুনঃ তফসিল সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও টাকা আদায়ে ব্যর্থ, সকল ঝুঁকি কভার করে বীমা না করা এবং প্রতিষ্ঠান চালু থাকা সত্ত্বেও ঋণ হিসাবের টাকা আদায় না করায় ক্ষতি ৯,৩৯,৪১,৮২৮/- টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০২-০৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩০-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিএল ঋণের নথি লেজার কার্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স সেতু ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ নামক প্রকল্পটি প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পর এ শাখা কর্তৃক এর দায়িত্ব গ্রহণ করে ডাউন পেমেন্টে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সীমাতিরিক্ত দায়সহ ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংকের ৯,৩৯,৪১,৮২৮ টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " র " পৃষ্ঠা- ৩২ তে দেখানো হলো)।
- বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৮,০০,০০,০০০ টাকা। আসল ২৫,০০,০০০ টাকা এবং সুদ ২৩,০০,০০০ টাকা সহ মোট ৪৮,০০,০০০ টাকা ৩২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ছিল। মঞ্জুরী শর্ত-১৫(ধ) মোতাবেক ৯/২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে প্রথম ঋণ বিতরণ করায় ৯/৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে আসল ২৫,০০,০০০/- টাকা সহ সুদ আদায়যোগ্য ছিল। সে মোতাবেক ০৯/০৫/২০০৪ খ্রিঃ হতে ০৯/০৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৮,৬৪,০০,০০০ {(২৫,০০,০০০+২৩,০০,০০০) × ১৮} টাকা আদায়যোগ্য হলেও আদায় হয়েছে মাত্র ২,০৭,৫৭,০০৯ টাকা। ফলে ১৮ কিস্তি পর্যন্ত অনাদায়ী ৬,৫৬,৪২,৯৯১ টাকা যথাযথ তদারকির অভাবে আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- ২৮/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ২৯,৪১,০০০ টাকা ডাউন পেমেন্ট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পুনঃ তফসিল এর শর্ত মতে ঋণের টাকা পরিশোধ করা হয়নি। ফলে লিগ্যাল নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে চালু থাকা সত্ত্বেও ঋণের টাকা গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করে ১৭/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সুদ মওকুফের আবেদন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত ১৬ মোতাবেক প্রাথমিক জামানতের ক্ষেত্রে প্রকল্প সম্পত্তির কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি, মূল্যায়ন করা হয়নি। শুধুমাত্র রেজিঃ মর্টগেজ এর বিষয় বলা হয়েছে যা নিয়ম বহির্ভূত। মঞ্জুরী শর্ত-১৬(ম) বীমার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ঝুঁকি কভার করে বীমা না করে শুধুমাত্র অগ্নিবীমা করায় প্রকল্পটি বীমা ঝুঁকিতে রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- শাখা হতে তদারকিতে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়নি । ব্যবসায়িক দুরবস্থার জন্য টাকা ফেরৎ প্রদান করেননি। ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রতিষ্ঠানটি চালু থাকা সত্ত্বেও টাকা আদায় না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১৬/১১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৮/০৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৯।

শিরোনাম ঃ মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পার্টির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন এবং বারবার পুনঃ তফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ২০,৩৯,৪০,৭৭৯/- টাকা

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ , বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২-৯-০৮ খ্রিঃ হতে ৩০-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বারবার পুনঃ তফসিলের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ২০,৩৯,৪০,৭৭৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ল " পৃষ্ঠা-৩৩ তে দেখানো হলো)।
- মেসার্স জাসো এ্যালুকোটিং (প্রাঃ) লিঃ কে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরীর পর হতে ৩৪টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রতি কিস্তি ৩৭,৬২,০০০ টাকা(আসল ও সুদ) উৎপাদনের ৬ মাস পর হতে পরিশোধযোগ্য হলেও কিস্তি যথাযথভাবে প্রদান না করা সত্ত্বেও ৮০,০০,০০০ টাকা সিসি (হাঃ) ঋণ প্রদান করা হয়।
- আইডিসিপি (অতিরিক্ত মেয়াদী ঋণ) ৩৬টি মাসিক কিস্তি, প্রতি কিস্তি ২,৫৬,০০০ টাকা হিসেবে পরিশোধযোগ্য হলেও টাকা আদায় না করায় ৩০/৬/০৮ খ্রিঃ তারিখে বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১৪,৭৭,৩৪৭ টাকা।
- সিসি (হাঃ) হিসাবে ৮০,০০,০০০ টাকা ১ বৎসর মেয়াদে প্রদান করা হলে ৩০/৬/২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২,৩৯,৭৮৯ টাকা ।
- লিম সৃষ্টির পর হতে ৯০ দিনের মধ্যে সমন্বয়ের কথা থাকলেও টাকা আদায় না করায় দায়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। লিমের দায় ৩০/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য শাখাকে নির্দেশ প্রদান করা হলেও শাখা কর্তৃক টাকা আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- মাত্র ১,০০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধক রেখে প্রায় ১৮,০০,০০,০০০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- উক্ত টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্মারক নং-৭০১ তাং-২১/১১/০৫ ও ৫৭১ তাং ২৮/১০/০৬ মোতাবেক ২ বার পুনঃ তফসিল করা হয় । পুনঃ তফসিলের শর্তানুযায়ী ২টি কিস্তি খেলাপী হলে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলেও শাখা কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গ্রাহক ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০,৩৯,৪০,৭৭৯/- যা ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আইডিসিপি এর কিস্তি বাৎসরিক ভিত্তিতে লিম হিসাবের অর্থ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চলছে। প্রাথমিক জামানতের অতিরিক্ত হিসাবে সহায়ক জামানত রয়েছে । ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। কোন আনুকূল্য দেখানো হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী পরিপালন করা হচ্ছে কিনা জবাবে তা স্পষ্ট নয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১৬/১১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৮/০৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৩০।

শিরোনাম ঃ প্রাপ্য আনুতোষিক হতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের পাওনা আদায় না করে তা অবসর গ্রহণকারীগণের নামে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ দেখিয়ে এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের আয় হতে গৃহ নির্মান অগ্রিমের পাওনা সমন্বয় গুরুতর অনিয়ম ও ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২,১০,১৬,৮৮৭/- টাকা।

বিবরণ ঃ

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী এর ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ১২/০৩/২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৮/০৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণ মঞ্জুরী নথি, ব্যক্তিগত নথিসমূহ ও চূড়ান্ত পাওনাদি পরিশোধ সংক্রান্ত রেকর্ডাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে মঞ্জুরীকৃত এককালীন আনুতোষিক হতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের পাওনা আদায় না করে পাওনাতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতঃ ব্যাংকের অর্থে অবসর গ্রহণকারীগণের নামে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ দেখিয়ে এবং বিনিয়োগের আয় থেকে গৃহ নির্মান অগ্রিমের পাওনা সমন্বয় করায় ২,১০,১৬,৮৮৬/৯৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " শ" পৃষ্ঠা ৩৪-৩৭ তে দেখানো হলো)।
- পেনশন নীতিমালা অনুসারে অবসরকালীন সময়ে প্রাপ্য আনুতোষিক হতে প্রতিষ্ঠানের সমুদয় পাওনা সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) তা অবসরগ্রহণকারীকে প্রদানযোগ্য এবং আনুতোষিক প্রদানকালে অবসর গ্রহণকারীর সাথে প্রতিষ্ঠানের সকল দেনা-পাওনা সমাপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু উক্ত নীতিমালা উপেক্ষা করে ব্যাংক কর্তৃক এককালীন আনুতোষিক হতে গৃহ নির্মান অগ্রিমের পাওনা অসমন্বিত রেখে উক্ত অগ্রিম গ্রহীতা/উত্তরাধিকারীর অনুকূলে স্থায়ী আমানত/সঞ্চয়পত্র/সরকারি ইনষ্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইনষ্ট্রুমেন্ট ব্যাংকের অনুকূলে লিয়েন রেখে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দ্বারা গৃহ নির্মান অগ্রিমের অসমন্বিত অর্থ নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়। প্রাপ্ত লভ্যাংশ দ্বারা অসমন্বিত অর্থ পরিশোধ শেষে লিয়েনকৃত ইনষ্ট্রুমেন্ট সংশ্লিষ্ট অবসর গ্রহণকারী/ উত্তরাধিকারীগণকে ফেরত প্রদান করা হয়।
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংক রেটে(৫%-৬%) চাকুরী কালীন সময়ের জন্য গৃহ নির্মান অগ্রিম প্রদান করে থাকে। অবসর গ্রহণকালে ব্যাংকের অগ্রিম অসমন্বিত রাখার বিধিগতভাবে কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবে ব্যাংক কর্তৃক অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে অগ্রিমের অসমন্বিত অংক স্থায়ী আমানত/সঞ্চয়পত্র/সরকারি ইনষ্ট্রুমেন্টে ১২.৫০% হারে বিনিয়োগ করা হয়। ফলে অবসর গ্রহণের পরও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৭.৫% হারে (১২.৫০% - ৫%) আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে গৃহ নির্মান অগ্রিম বাবদ অসমন্বিত অর্থ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে অগ্রিম গ্রহীতা/উত্তরাধিকারীর অনুকূলে স্থায়ী আমানত/সঞ্চয়পত্র/সরকারি ইনষ্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দ্বারা গৃহ নির্মান অগ্রিমের অসমন্বিত অর্থ পরিশোধ করায় ব্যাংকের উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিচালনা পর্ষদের ২৬২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রণীত নীতিমালার আলোকে প্রাপ্য আনুতোষিকের অর্থে ক্রয়কৃত পেনশন সঞ্চয়পত্র হতে আহরিত সুদ দ্বারা কিস্তি পরিশোধ করায় ব্যাংকের কোন ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- শর্ত মোতাবেক প্রাপ্য আনুতোষিক হতে গৃহ নির্মান ঋণের টাকা সমন্বয় করার কথার কথা। অসমন্বিত অর্থ মূলতঃ ব্যাংকের অর্থ। তাদ্বারা কোনক্রমে অবসরগ্রহণকারীর নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে বিনিয়োগ দেখানো বিধি সম্মত নয়।
- জবাব যথাযথ না হওয়ায় অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে ২১/৬/০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। ২৬/০৭/০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/১১/০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- ব্যাংকের উল্লিখিত অনিয়ম দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১০/১১-৩০৯১কম/এ-৮০০ বই-২০১০।